সাজেশন

পিনাকী

নাঃ। ভালো করে আরো একবার, দু'বার চোখ বোলালো।
একটা কোশ্চেনও নেই।
একটাও না!
গত তিনদিন ধরে প্রাণপণে গাঁতানো প্রশ্নগুলোর একটাও আসে নি। বারোটা কোশ্চেনের মধ্যে চেনাজানা একটাও নেই। জে.এস.এর সাজেশন সেন্ট পার্সেন্ট ফেল।
গুম হয়ে গেল গৌতম।
সামনের সাদা ফাইভ বাই সেভেন স্ক্রীনে অস্পষ্ট হ'তে থাকা কালো কালো জিরে সাইজ দানাগুলো থেকে চোখ সরিয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে সে।
শৌনক রেনল্ড পয়েন্ট ফোর ফাইভের এক্সিকিউটিভ নীল ভালোলাগা ঢাকনাটাকে চিবিয়ে ছিবড়ে করছে। করছে, নাকি হয়ে যাচ্ছে? দাঁতে - দাঁত লাগেনি তো? ওর মুখের নরম খুশী খুশী পেশীগুলো শক্ত এখন। দূর থেকেও স্পষ্ট।
জে এস।
আভা, দীপাবলী লেখা শুরু করে দিয়েছে। বাঁ হাতের মুঠোয় কোশ্চেন পেপার।
কমন।
সুব্রত লিখছে? ওর অবশ্য অনার্সের পেপার গুলোও ভালো হয়েছিল। একাউন্টন্সীতে ছ'টাই ছাঁকা। বিশাল অঙ্কগুলো স্রেফ তিনঘন্টায় নামিয়ে কলার ঝাঁকিয়ে চলে গেল শিষ দিতে দিতে। যাবার আগে অবশ্য কব্জিতে পেন্সিলে লেখা ফিগারগুলোর সাথে উত্তর মিলিয়ে নিয়েছিল। আর, তিনটে বেঞ্চ পিছনে কোনাকুনি বসা গৌতম কাঙালের মত দেখছিল ওকে। ডি. জি-র কাছে পড়ার সুযোগ হয় নি ওর। গত দুবছরের মডারেটর- ডি.জি.র এটাই শেষ বছর, ওর পোলট্রির ছানাপোনাদের হিসাব শাস্ত্রের হিসাব একেবারে মিলিয়ে দিয়েছে।
চোখ সরাল গৌতম।
ওপাশে বাকীটা দেয়াল।
দেয়াল।
দেয়াল--লিখন।
কালো-- কালো কুটি কুটি ক'রে লেখা লাইন গুলো ম্যানেজমেন্টের দিন ডাস্টার দিয়ে মুছে দিয়েছিল।
দাড়ি-অলা মালটা, যেটার একটু বেশী হামবড়া ভাব, প্রথমে বড় একটা কাগজ দিয়ে ঘষলো। হল না। তখন স্টাফম থেকে ডাষ্টার এনে সব্ সাদা করে দিল।
আজ আবার অক্ষরে অক্ষরে ভরে গেছে সব।
আস্তে আস্তে বাঁদিকে ঘাড় ঘোরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল চন্দনার সাথে। স্থির তাকিয়ে। জে.এস.।
সাজেশনটা আবার ও নিজে গিয়ে চন্দনার বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল দিন কয়েক আগে। বদলে মিষ্টি একটা থ্যাঙ্ক্যু। ক্লোজ-আপ সমেত।
তাকিয়ে আছে এখন, নিথর।
নাঃ। এভাবে বসে থাকলে চলবে না। লিখতে হবে। আঁতি পাতি ক'রে কোশ্চেন গুলো দেখতে শুরু করে সে। কিছু একটা দিয়ে শুরু করা দরকার। শুরু করলে কিছুটা এগোনো যাবে।
শেষ পাতায় এসে একটা প্রশ্ন পেল সে। অনেক আগে পড়া, তবু.....
হোয়াট ইজ 'কন্সিডারেশন'? 'প্রতিদান' কী?
সাল ভর পুরোনো স্মৃতির ড্রয়ার হাতড়ে হাতড়ে গৌতম আরম্ভ করে----
'প্রতিদান চুক্তির ভিত্তি বিশেষ। চুক্তির একপক্ষ অপর পক্ষের কাছে নিজের করণীয়ের বিনিময়ে যা আশা করে তাই প্রতিদান।'
চুক্তি আইনের কত ধারায় যেন সংজ্ঞাটা আছে? কলম কামড়ালেও এই মুহূর্তে মনে পড়ে না। কোথায় কোন্ জঞ্জালে জট পাকিয়ে

গেছে, কে জানে।
'উদাহরণ স্বপ, ক খ-এর সাথে চুক্তি করিল যে প্রতি মাসে আশি টাকা করিয়া পরবর্তী দেড় বছরে সে খ-কে বেতন দিয়া যাইবে এবং তাহার পরে খ তাহাকে পনেরোটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি পত্র দিবে যাহা হইতে বি.কম. পরীক্ষায় ছয়টি নিশ্চিত আসিবে। এক্ষেত্রে ক-এর প্রতিদান প্রশ্ন ও খ-এর আশি টাকা করিয়া চৌদ্দশো চল্লিশ টাকা মোট।'
এ কী!!
এসব কী ছাইপাশ লিখছে সে? হায়রাম পাগল হয়ে গেল নাকি? তড়ি ঘড়ি করে সব কেটে দিতে গেল গৌতম।
কাটার জন্য কলম ঠেকিয়ে ও থমকে যায়।
আশি টাকা করে আঠারো মাস!
হা! হা! কী চমৎকার প্রতিদান!
সব কেটে দিয়ে এবার লেখা শু করে সে। ঠিকঠাক।

বসে থাকতে থাকতে চোখ ভরে এল চন্দনার। জলে।
কিস্যু হয় নি।
আর মাত্র চল্লিশ মিনিট।
গত দুঘন্টা কুড়ি মিনিট ধরে কলম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাত্র বত্রিশ নম্বর হয়েছে। তাও কতটা ঠিক কে জানে!
কুড়িও উঠবে না।
কথাটা ভাবতেই মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল।
কুড়ি না হলে বাপীকে মুখ দেখাবে কীভাবে? শুধু বাপীকে কেন, মাকে? পাড়ায়? চেনাজানা কারো সামনেই দাঁড়ানো যাবে না।
এমন কী গতবছর পূজোয় ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটার ভীতু ভীতু প্রপোজালের-----জবাবে ঝাপটা দিয়ে বলেছিল----"আয়নায় নিজের মুখটা দেখে এসো" তার সামনেও হাঁটতে হবে মাথা নীচু করে।
আশঙ্কায় হাত-পা অবশ। প্রত্যাখ্যাতর চোখে আত্মসম্মান ধর্ষিত হবার আশঙ্কায়।
কী হবে!
হে ভগবান, এ যাত্রা পাশ নম্বরটা তুলে দাও।
বীমার কোশ্চেনটা একবার উতরে গেলে দশ নম্বর আছে ওটাতে, যদি পাঁচ নম্বরও ওঠে.....
মরিয়া হয়ে, যেটা কোনদিন করে নি সে, যেটা করতেই ভয় হয় তার,সেই গর্হিত কাজটাই করে বসে। প্রায় উল্টোদিকে ঘুরে বসে পিছনের বেঞ্চের ছেলেটাকে ডাকল---- 'অ্যাই অজয়। বীমা আর বাজীধরা চুক্তির পার্থক্য গুলো বল্ না।'
চমকে গেল অজয়। রীতিমত।
চন্দনা তাকে ডাকছে! কলেজে যে মেয়েটা কোনোদিন তাকিয়েও দেখে নি! আড়চোখেও!
ওঃ! গু! পরীক্ষার হলে সব মালই এক। পীরিত করার সময় অন্যে, আর কোশ্চেন জিগ্যেস করছ------অজয়কে। বাঃ।
অবশ্য লাভ নেই কিছু। যার নিজের জালা ফুটো সে আর অন্যকে কী জল দেবে? অজয় হেসে বলে, ফিসসিস ক'রে-----
'চমৎকার! কাকে কী জিগ্যেস করলি?
বাজীধরা চুক্তি! হা! হা!
এগারোশো নববই টাকার বাজী হেরে বসে আছি! পুরো ঠকিয়ে দিল।'
চন্দনার কৌতূহল হ'ল।
'কেনরে? তোর আবার কী হল?'
"সত্তর টাকা করে সতেরো মাস হিসেব কর না, কত হয়? বি আর--এর পিছনে একানববইয়ের নভেম্বর থেকে ঢেলে আসছি। সারা বছর পড়ালো না। ছ'দিন আগে একটা চোতা ধরিয়ে দিল। বলল,-----এই ক'টা করলেই হবে।
'পড়েনি একটাও'?
'ধুর। দুটো শর্ট কোশ্চেন।'
'কোন্ দুটোরে ?'
দুটো নম্বর করে-----চার নম্বর উঠলেই বাক্ষতি কী?
কিন্তু বলার আগেই অজয়ের খাতা হাত থেকে ছিটকে গেল।
'অনেক কথা বলেছ। এবার বাড়ী যাও।'

'আমি কিছু করিনি স্যার'---- অজয় সত্যি কথাই বলে ।
'আমি তোমাকে বলতে দেখেছি। সেটাই যথেষ্ট।'
মিনিট কয়েক কথা কাটাকাটি, যেমন হয়। প্রথমে বচসা, তারপর কাকুতি-মিনতি। ইনভিজিলেটরদের একটা অদ্ভুত গুণ থাকে, অজয় লক্ষ্য করেছে, যেদিন প্রশ্ন শক্ত হয় ওদের গার্ড ও খুব কড়া হয়। মালের নিজেরা যেন খুব সৎভাবে পরীক্ষা দিয়েছে আজীবন। এখন কিছুতেই খাতা দেবে না।
দিয়ে লাভই বা কী? আরতো কিছুই লেখার নেই। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, দেয়াল দেখে হয়েছে তো মাত্র একুশ।
কথা না বাড়িয়ে অজয় বেরিয়ে গেল।
একটু অবাক হয়ে গেলেন গার্ড ভদ্রলোক। ফট করে বেরিয়ে গেল! আরেকটু খেলিয়েই তো ফেরৎ দিয়ে দিতেন।
অতএব হতাশ তিনি চন্দনাকে নিয়ে পড়লেন।
'তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আর একবার দেখলেই খাতা নিয়ে নেব।'
কোনো উত্তর না পেয়ে আর একটু খোঁচালেন------
'সারা বছর বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা!'
এবারেও উত্তর নেই। বাধ্যতঃ ভদ্রলোক চুপ করলেন।
চন্দনার চোখের কোণে জল।
চারটে নম্বর ফসকে গেল।

শেষমেষ কেঁদেই ফেলল চন্দনা।
রেল লাইনের ধার ঘেঁষে হাঁটছিল ওরা। গৌতম, চন্দনা, শৌনক।
চৌত্রিশ, বত্রিশ, আঠাশ।
জে.এস।
'ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবি না তো' শৌনকের গলায় চাপা গর্জন----- 'শালার নিজেরা যেন যুধিষ্ঠিরের বাপ। কোনোদিন নিজেরা টে াকে নি। ডাষ্টার দিয়ে সব মুছে দিল। অন্তত ঃ দশ নম্বর ছিল।'
চন্দনা অবাক। কান্না থামিয়ে বলে----
'তুই দেয়ালে উত্তর টুকে রেখেছিলি?'
ভেংচে উঠল শৌনক - 'হ্যাঁ রেখেছিলাম। সততা দেখাচ্ছিস। সততার নিকুচি করেছে! জানিস, ডি. জি. র ছেলে মেয়েরা নিদেন পক্ষে আশি কমন পেয়েছে। ওরা অ্যাকাউন্টেন্সীতেও ছ'টা কোশ্চেন নামিয়ে এসেছিল। আমরা মেরেকেটে তিনটে। মডারেটর হলেই সে কোশ্চেন হাতে পায়। আগে জানলে কোন্ শালা জে. এস--এর কাছে যেত? বালের টীচার আমার! বছরভর টাকা হাতিয়ে শেষ মেষ কলা!
কোথাও মুখ দেখাতে পারবো ফেল করলে?'
তিনজনেই চুপ!
কে কোথায় মুখ দেখাবে! ফেল করাদের মুখ কেউ দেখে নাকি। চন্দনার আর সেই ছেলেটার সামনে একমুখ দেমাক নিয়ে হাঁটা হবে না। কে জানে, বীথির সঙ্গে গৌতমের এদিনের সম্পর্কের ঘুড়িটা এবার ভো---ও--ও কাট্টা।
যন্ত্রণার ভাষা নেই। তাই সব চুপচাপ। যন্ত্রণার ভাষা নেই। হাত আছে । সেই হাত ধীরে ধীরে কখন যেন শৌনকের হাত হয়ে উঠল। রাগ আর কষ্টে মাখামাখি এক প্রচন্ড কাঁপন নিয়ে সেই হাত পৌঁছল ব্যাগে রাখা সাজেশনের চোতাটায়। কোশ্চেন পেপার আর স াজেশন এক হয়ে যায়। যন্ত্রণার নিজস্ব হাতে জ্বলা দেশলাইয়ের আগুনে তারা পুড়তে থাকে। শুকনো ঘাসের ওপর।
ওরা দেখে। নীরব। তিনজনে।
এই যন্ত্রণার মধ্যেও কখন যেন, চন্দনা হেসে ফেলল-----
'এই গৌতম, ঠিক যেন জে. এসের কুশপুত্তলিকা। নারে?'
হাসিটাকে সেই মুহূর্তে ডানায় ভাসিয়ে রাখতে চাইল দুজনেই।
এখনো যে চারটে পেপার বাকী আছে।